শনিবারের চিঠি

…ব ১৩৫৫ সম্পাদক : শ্রীসজনীকান্ত দাস দাম ছয় আনা
…uary-February Price 6 Annas

এরিখ মারিয়া রেমার্ক

যাঁর লেখা 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট'
পড়ে সকলে চমৎকৃত হয়েছেন, তাঁরই
প্রথম প্রেমের উপন্যাস

তিন বন্ধু

"তিন বন্ধু" রেমার্কের তৃতীয় উপন্যাস, প্রথম প্রেমকাহিনী। অসংখ্য ভাষায় এই বই অনূদিত হয়েছে, "অল কোয়ায়েট" ও "দি রোড ব্যাক্"-এর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রেমার্কের খ্যাতি আজ সাহিত্যের বৃহত্তর এলাকায় প্রসারিত। দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী শান্তির সঙ্কীর্ণ ভূমিতে প্রেমের এই পট আঁকা। ভাঙনের স্রোতে সমস্ত বিশ্বাস ভেসে গেছে, বন্ধন জেগে রয়েছে শুধু অটুট বন্ধুত্বের, আর প্রেমের। হোটেলে আত্মহত্যা, রেস্তোরাঁয় গণিকার ভিড়, চোরাগোপ্তা খুন, চারদিকে রাজনৈতিক গুণ্ডামি, হতাশা, অবসাদ—যুদ্ধোত্তর জার্মানীর এই ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে পা ফেলে চলেছে তিনজন প্রাক্তন সৈনিক। তাদেরই একজনের অপ্রত্যাশিত প্রেম আর অন্যজনের অকুণ্ঠ আত্মত্যাগের কাহিনী। বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যের আসর এই বিখ্যাত বইএর আগমনে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। ৫৭৫ পাতার বিরাট উপন্যাস। দাম ৫৲

অনুবাদ করেছেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সিগনেট প্রেসের বই
১০।২ এলগিন রোড, কলিকাতা ২০

সূচী

মাঘ ১৩৫৫

বার্ষিক ৪৸০ ও ষাণ্মাসিক ২।৶০ ; প্রথম সংখ্যা ভি.পি.তে পাঠাইয়া চাঁদা আদায় করিতে হইলে—যথাক্রমে ৫৲ ও ২৷৵০ ; প্রতি সংখ্যা রেজিস্টার্ড বুক-পোস্টে পাঠাইতে হইলে—যথাক্রমে ৭৸০ ও ৩৸৶০। প্রতি সংখ্যা ডাকে ।৶১০ ভি.পি.তে ৷৶০। বর্ষ আরম্ভ কার্তিক হইতে, গ্রাহক যে কোন মাসে হওয়া যায়। পাকিস্থানে ভি. পি. করিয়া পাঠানো হইবে না, চাঁদা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে।

২০।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা ৪ : ফোন—বড়বাজার ৬০৭

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (২য় সং) ৭৲

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'শরৎচন্দ্র পুরস্কার'-প্রাপ্ত বইয়ের পরিবর্ধিত সংস্করণ, নূতন সংস্করণে পূর্বের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ বাড়িয়াছে।)

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

নব-সন্ন্যাস (১ম খণ্ড) ৫৲

নব-সন্ন্যাস (২য় খণ্ড) ৩৲

"বনফুলে"র

বন্ধন-মোচন ২৲

সতীনাথ ভাদুড়ীর

গণনায়ক ২৷৷০

জাগরী (৪র্থ সং) ৪৲

মনোজ বসুর

বাঁশের কেল্লা ২৷

ডুলু ২৷০

ভুলি নাই (১০ম সং) ২৲

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

সূর্য সারথি (২য় সং) ৩৷৷০

বৈতালিক ৩৷৷০

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আচার্য্য কৃপালনী কলোনি ২৷

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পদ্মা নদীর মাঝি (৪র্থ সং) ৩৲

নৃপেন্দ্রনাথ সিংহের

গান্ধী-চরিতামৃত ২৷০

আর্যকুমার সেনের

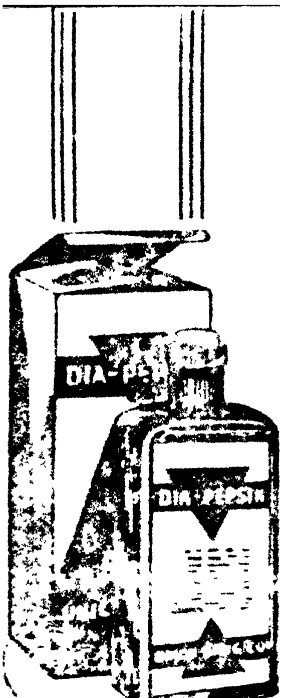
লীলাসঙ্গিনী ৪৲

সুবোধ ঘোষের

একটি নমস্কারে ৪৲

'বেঙ্গল পাবলিশার্স' ঃ ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ডায়াপেপসিন



হজমের ব্যতিক্রম হইলে পাকস্থলীকে বেশী কাজ করান উচিত নহে। যাহাতে পাকস্থলী কিছু বিশ্রাম পায় সেরূপ কার্য্যই করা উচিত। ডায়াপেপসিন্ সেই কার্য্যই করিবে। পাকস্থলীর কার্য্য কতকপরিমাণে ডায়াপেপসিন্ বহন করিবে এবং খাদ্যের সারাংশ লইয়া শরীরে বল আনিবে। শরীরে বল আসিলেই পাকস্থলীও বললাভ করিবে ও তখন খাদ্য হজম করা আর তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইবে না। ডায়া-পেপসিন্ ঠিক ঔষধ নহে, দুর্ব্বল পাকস্থলীর একটি প্রধান সহায়ক মাত্র।

ইউনিয়ন ড্রাগ
কলিকাতা

No 2


লিপটন
মানে
ভালো চা

বহির্বাণিজ্যে চা

বর্তমানে ভারত অনেক ক্ষেত্রেই বৈদে[illegible] বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজনও তার খুব বেশি। এই মুদ্রা [illegible] প্রতি বছর প্রায় চল্লি[illegible] কোটি [illegible]

[illegible]

চা শিল্প সম্বন্ধে কয়েকটি মোটামুটি তথ্য

[illegible]



চা একটি বিরাট ভারতীয় শিল্প

[illegible]

শনিবারের চিঠি
২১ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩

গান্ধীচরিত

অ-সঙ্গ

গীতায় "সঙ্গ" শব্দ আসক্তি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গহীনতা বলিলে যেমন অনাসক্ত ভাব বুঝায়, অপর দিক দিয়া তেমনই মানুষের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একাকী, গৃহহীন, অনিকেতন অবস্থাকেও বুঝায়। গান্ধীজী শুধু অনাসক্তি নয়, সঙ্গহীনতার সাধনাও অভ্যাস করিতেন। সেই বিষয়েই আলোচনা করিব।

একটি একান্ত ব্যক্তিগত ঘটনা লইয়াই আরম্ভ করি। বিষয়টি আমার পক্ষে লজ্জার হইলেও তাহার মধ্যে শিক্ষণীয় বস্তুও আছে বলিয়া সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া উল্লেখ করিতেছি। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাস, তারিখ ১৭। গান্ধীজী তখন নোয়াখালি পরিক্রমার পর বিহারে উপস্থিত হইয়াছেন। সেদিন আমরা সকালে পাটনা-গয়া লাইনে তারেগনা স্টেশনে নামিয়া দাঙ্গা-বিধ্বস্ত মসৌড়ি নামে একটি স্থানে চলিয়াছি। পথে প্রচণ্ড ভিড়। প্রতি স্টেশনে, এমন কি স্টেশনের বাহিরেও বিপুল জনতা হাতে পতাকা লইয়া, শোভাযাত্রা করিয়া গান্ধীজীকে দর্শন করিতে আসিয়াছে। গাড়ির পাদানিতে দর্শনেচ্ছু লোকের ভিড় বারংবার জমিয়া উঠিতেছে; গান্ধীজী জানালার পাশে বসিয়া কিছু লিখিতেছেন, মাঝে মাঝে জনতার দিকে ফিরিয়া নমস্কার করিতেছেন। গ্রামের লোক সাজ-গোজ করিয়াও যেমন আসিয়াছে, তেমনই মাঠের চাষী ধুলাপায়ে সোজা পাশের মাঠ হইতে ছুটিয়াও আসিয়াছে।

আমার নিজের একটি ব্যক্তিগত অভ্যাস আছে। প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়া সম্পাদনের জন্য মাঠে যাইতে হইলে আমি মাটিতে একটি গর্ত করিয়া থাকি, এবং মাটি খুঁড়িবার জন্য কোন ছোট অস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকি। এরূপ কাজের জন্য কি অস্ত্র লইলে সুবিধা হইবে, অথচ যাহা পুঁটুলির ভিতরে সহজে বহন করা যায়, ইহা লইয়া মাঝে মাঝে গবেষণা করিয়াছি ও একটির পর একটি অস্ত্রের পরীক্ষাও করিয়াছি, কিছুতেই যেন সন্তোষ লাভ করিতে পারি নাই। যখন আমরা তারেগনার জন্য রেলে চলিয়াছি, এমন সময়ে একটি স্টেশনে দর্শনেচ্ছু জনতার মধ্যে অকস্মাৎ এক চাষীর হাতের একখানি সাধারণ খুরপির উপরে নজর পড়িল। প্রচণ্ড ভিড় এবং কোলাহলের মধ্যে তাহাকে

চাহিয়া খুরপিখানি চাহিয়া লইলাম। মনে হইল, ইহার দ্বারা কাজ হইবে তাহাকে বলিলাম, তুমি এটি আমাকে দিবে? পয়সা দিতেছি, এইরূপ আর একখানি খরিদ করিয়া লইও। সে ইতস্তত করিতে লাগিল। আমি জিনিসটি ফিরাইয়া দিতে চাহিলাম; কিন্তু পাশের জনতা সমবেত হইয়া তাহাকে বলিল, গান্ধীজীর সঙ্গের লোক এই সামান্য জিনিস চাহিতেছেন, ইহার দাম লইও না; এমনই দিয়া দাও। লোকটি এই হট্টগোলের ভিতরে কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খাইয়া রাজি হইয়া গেল। জনতার মধ্যে পতাকাধারী কংগ্রেসকর্মীগণ হাঁকিয়া বলিলেন, আমরা উহার ব্যবস্থা করিয়া দিব, আপনি খুরপিটি লউন। ইত্যবসরে গাড়ি ছাড়িয়া দিল। আমি খুরপিখানি আজও রাখিয়া দিয়াছি, কোনদিন ব্যবহার করিতে পারি নাই, বা তাহার সুযোগ ঘটে নাই।

মাঝে মাঝে এই ঘটনাটির বিষয়ে ভাবিয়াছি। গান্ধীজীর পার্শ্বচর। ত্যাগী মহাপুরুষের পার্শ্বচর, অতএব ত্যাগের বিভূতিতে মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছি, কিন্তু সেই বিভূতির সুযোগ লইয়া একটি অত্যাবশ্যক দ্রব্য নয়, অনাবশ্যক দ্রব্যকে স্বচ্ছন্দে আত্মসাৎ করিতে পারিলাম। তাহাও জনসাধারণের কোনও প্রয়োজনে নয়; একান্ত ব্যক্তিগত কারণে। ইহার গ্লানি আমার পরিপূর্ণভাবে আজও কাটে নাই, এবং আমাকে সাবধানও করিয়া দিয়াছে—যেন কোনও ঐশ্বর্যকে ভাঙাইয়া না খাই। কিন্তু ত্যাগ বা মহিমার ঐশ্বর্যকে ভাঙাইয়া খাইবার প্রবৃত্তি যে কী তীব্র আকার ধারণ করে, তাহা আমি নিজের জীবনে এবং বন্ধুদের জীবনেও প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছি। তাহার আকস্মিক ছায়ায় সেবাধর্ম বা অপর কোন বৃহৎ ধর্মও ক্ষণেকের জন্য রাহুগ্রস্ত হইয়া যায়।

যাঁহারা দীর্ঘদিন গান্ধীজীর পাশে থাকিয়া বহু তপস্যার মধ্য দিয়া গিয়াছেন, অনাহার, অর্ধাহার, শারীরিক শ্রম, মৃত্যুভয় প্রভৃতিও যাঁহাদিগকে সেবাধর্মের পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই, তাঁহাদের মধ্যেও ছোটখাট ঘটনায় অসাবধানতার পরিচয় পাইয়াছি। সামান্য এক জোড়া জুতা কিনিতে হইবে, তাহার জন্য কোনও ভক্তের প্রকাণ্ড মোটর গাড়িতে চড়িয়া পাঁচ টাকার তেল পুড়াইতে আমরা লজ্জিত হই নাই। ভক্ত গাড়িখানি ব্যবহার করিতে দিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন, ইহা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু আমাদের তিন টাকার জুতা কিনিতে গিয়া সস্তার বাহন খোঁজা উচিত ছিল কি না, ইহাই তো ভাবিবার বিষয়।

গান্ধীজীর পার্শ্বচরদের দশা যাহাই হউক না কেন, তাঁহার নিজের মধ্যে এইরূপ সতর্কতার শিথিলতা কখনও অনুভব করি নাই। দরিদ্রতম মানুষের সঙ্গে একাত্মভাব স্থাপন এবং তাহাদের মনুষ্যত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার যে ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার মনের মধ্যে সেই ভাব কম্পাসের কাঁটার মত সর্বদাই এক দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া থাকিত। সঙ্কেতের দ্বারা তাঁহাকে পথচ্যুতি হইতে রক্ষা করিত। বস্তুত উহাই তাঁহার রক্ষাকবচের মত ছিল।

ইহার ফলে গান্ধীজীর দৈনন্দিন আচরণের মধ্যে কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। নিজের জন্য তিনি যথাসম্ভব কম খরচ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯১৬-১৭ সালে যখন চম্পারণে সত্যাগ্রহ চলিতেছে, তখন তো তিনি নিজের আহারের জন্য প্রত্যহ তিন আনার বেশি ব্যয় করিতেন না। কিন্তু পরবর্তী কালে নানাভাবে শরীর দুর্বল হওয়ার কারণে ডাক্তারদের পরামর্শমত তিনি যাহা আহার করিতেন, তাহার মূল্য তিন আনার বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বৃদ্ধি পাইলেও শরীরের জন্য যাহা একান্ত প্রয়োজন, তিনি সে সীমা কিছুতেই লঙ্ঘন করিতেন না।

পূর্বে গান্ধীজী ফাউন্টেন পেন ব্যবহার করিতেন। কিন্তু একটি কলম হারাইয়া যাইবার পর তিনি সাধারণ নিব-যুক্ত কলমেই লেখার কাজ করিতেন। রেলে বা মোটরে লিখিবার সময়ে তাঁহাকে আমাদের কাহারও কলমই ব্যবহার করিতে দিতাম, কিন্তু অপর সকল সময়ে তিনি উহাকে বাদ দিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন। কেহ দামী কলম উপহার দিলে, যত শীঘ্র পারেন তাহা আর কোনও অভাবী লোকের হাতে তুলিয়া দিয়া তবে তিনি যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতেন। লিখিবার উপযুক্ত এক টুকরাও সাদা কাগজ তাঁহার কাছে ফেলিবার উপায় ছিল না। পুরাতন খাম কাটিয়া, তাহার লেখা অংশের উপরে নূতন কাগজ সাঁটিয়া তিনি চিঠিপত্র পাঠাইতেন। লাট সাহেবের নিকটেও এইরূপ মেরামত-করা খামে চিঠি পাঠানো হইয়াছে, তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অর্থাৎ কোন বস্তু অপচয়ের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। সকল বস্তুর সম্পূর্ণ ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিতেন। ফলে কখনও কখনও তাঁহাকে অত্যন্ত কৃপণস্বভাবের মনে হইত।

অথচ আশ্চর্যের বিষয়, কার্পণ্যের ভাব তাঁহার মধ্যে আদৌ ছিল না। কোনও কাজের জন্য বিপুল অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হইত, তখন তিনি